দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 23 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

ডিগ্রী পর্যন্ত ইংরেজী

সরকার ডিগ্রী পর্যায়ে ইংরেজী চালু করাসহ সেশন জট মোকাবিলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রাথমিক স্তর থেকে ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজী চালু এবং জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পন্থা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজী চালু করার এ দাবী আমরা দীর্ঘদিন জানিয়ে আসছি। ফলে, এহেন যুগোপযোগী এবং বাস্তবোচিত সিদ্ধান্তে আমরা খুশী হয়েছি। এই দাবী পূরণের মধ্যদিয়ে সরকার শিক্ষা এবং সময় চাহিদার মধ্যবর্তী একটি বিরাট ব্যবধান পূরণে এগিয়ে এসেছেন বলে আমরা মনে করি। শিক্ষা বিভাগের এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় সকল উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, সরকারী প্রশাসন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার আলোকেই ইংরেজী শিক্ষার মান ও পরিধি সম্প্রসারণের তাগিদ প্রকাশ করার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এই সিদ্ধান্তকে আমরা সচেতনভাবেই বলতে পারি, এটি একটি বাস্তবোচিত ও সময়ানুগ সিদ্ধান্ত। আমরা মনে করি, বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত ইংরেজী এবং বর্তমান ইংরেজী সম্প্রসারণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বৃটিশ আমলে ইংরেজী প্রবর্তনের লক্ষ্য ছিলো এদেশের দরবারী ভাষা ফার্সীকে বিদায় করে শাসক জমিদার ও রাজকর্মচারী মুসলমান জাতিকে সামাজিকভাবে অধঃস্তন করা। কিন্তু, এখনকার ইংরেজী বিস্তারের তাগিদ হচ্ছে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে এই আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দক্ষতা, গণমাধ্যম ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করা। সেই অর্থে দেখা যায়, বৃটিশ আমলে ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্য এবং বর্তমান তাগিদের উদ্দেশ্য কেবল আলাদাই নয়, সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও বটে। একথা সত্য যে, ইংরেজী এড়িয়ে চলার নীতি অনুসরণ করার ফলে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ হয়ে যায় একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে এবং সামগ্রিকভাবেই বিশ্ববিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবাহের সাথে আমাদের বিচ্যুতি ঘটে। আইন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় মূল অনুশীলন সহায়ক পাঠ ও রেফারেন্স প্রায় সবই ইংরেজীতে। উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি এবং যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবেও ইংরেজী সকল পক্ষের নিকট বোধগম্য এবং ব্যবহারযোগ্য। অত্যন্ত পরিহাসের ব্যাপারটি ছিলা এই যে, তীব্র স্বাদেশিকতার দোহাইতে ইংরেজী কার্যতঃ বাদ দেওয়া হলেও এদেশে ইংরেজী চর্চা কিন্তু বন্ধ হয়নি; সীমাবদ্ধ থেকেছে মাত্র উচ্চবিত্ত সমাজে; যারা মুখে বাংলা ভাষার তুফান ছুটালেও নিজের ভাগ্য গড়ার কাজে ঠিকই ইংরেজী চালিয়ে গেছে। ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা বা বহুল পঠিত করার মধ্যে শতাব্দীর প্রান্তসীমায় অগ্রগতির নতুন অঙ্গীকার লুকিয়ে রয়েছে। একটি স্বাধীন দেশের জন্য এটি শুধু শোভন বা অত্যন্ত মানানসই-ই নয়, অপরিহার্যও বটে। ইংরেজী শিক্ষার নতুন তাগিদ বিদ্যার্থীদের জন্য আপাতঃ দৃষ্টিতে কষ্টকর মনে হলেও জ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন জগতে প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠায় এই সিদ্ধান্ত একটি উজ্জ্বল মাইলফলক হয়ে রইবে। মাতৃভাষা ও স্বজাত্যবোধের মহৎ চেতনার সাথে জ্ঞান-বৈচিত্র ও আন্তর্জাতিকতার আদৌ কোন সংঘাত আছে বলে আমরা মনে করি। বরং আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্ব সাহিত্য ও গণ যোগাযোগের সমৃদ্ধি জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে এবং এই জ্ঞান সম্পদ প্রিয় মাতৃভাষা ও স্থানীয় শিল্প-সাহিত্য, নির্মাণ, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী ও কৃষিবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, স্থাপত্যসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধি ও আধুনিকতা দান করবে। আমরা বলবো ভাষা শিখ— ইংরেজী বা পাশ্চাত্যের স্থূল জৈবিকতা, নগ্নতা, অশালীনতা বা তাদের স্বভাব রীতি অনুকরণ করতে নয়।

ডিগ্রী পর্যায়ে ইংরেজী চালু করার ফলে প্রাথমিক ও উচ্চস্তরের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যারীতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে বলে আমরা মনে করি। এ সিদ্ধান্তকে আবারও মোবারকবাদ জানিয়ে আমরা বলতে চাই, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের এই অর্গলমুক্তি বিশ্বের এক অজানা জ্ঞানালোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিক আমাদের নবীন বংশধরদেরকে, যারা আমাদেরই ভ্রান্তনীতির শিকার হয়ে এই আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে এতকাল বঞ্চিত থেকেছে।